জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১

নিয়মাবলি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
দোয়েল চত্বর সড়ক, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮০২২২৩৩৮৯০৬১

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১

নিয়মাবলি

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম; যারা আজকের শিশু-কিশোর।

শিশুদের নিরাপদে গড়ে ওঠা এবং তাদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানসহ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার বহুমূখী কর্মসূচি পরিচালনা করে চলেছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সরকারের শিশুবিষয়ক সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

ডিজিটাল বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আজকের শিশু-কিশোরদের জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সততা, নিষ্ঠা, তথ্য-প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের এই ধারাকে বেগবান করে তুলতে ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা সেই কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন রূপরেখা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতি বছরের মতো এ বছরও শিশুদের অধিকার এবং শারীরিক-মানসিক ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজন করেছে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১। এর মধ্য দিয়ে প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের আবিষ্কার করা যাবে; তারা ভবিষ্যতে সমাজের প্রতিটি স্তরে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করবে।

এ বছর মোট ৩০টি বিষয়ে উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে এ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে জেলা এবং বিভাগভিত্তিক প্রতিযোগিতা শেষে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী শিশুদের পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১।

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতাকে ২টি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে :

১. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক

২. ক্রীড়া বিষয়ক

এই প্রতিযোগিতা ৩টি বিভাগে বিভক্ত। সকল প্রতিযোগিতা হবে একক।

ক বিভাগ : ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি

খ বিভাগ : ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি

গ বিভাগ : ৯ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১-এর বিষয়সমূহ

১. শিক্ষা বিষয়ক

ক্রম	বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
১.	বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২.	উপস্থিত অভিনয়	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৩.	আবৃত্তি	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৪.	উপস্থিত বক্তৃতা	খ ও গ বিভাগ	৬টি
৫.	ক্বেরাত (বাংলা তরজমাসহ)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৬.	শিশুসাহিত্য : ধারাবাহিক গল্প বলা	খ ও গ বিভাগ	৬টি
			৪৮টি

সাংস্কৃতিক বিষয়ক

সংগীত

ক্রম	বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
৭.	দেশাত্মবোধক সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৮.	রবীন্দ্র সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
৯.	নজরুল সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১০.	ছড়াগান	ক ও খ বিভাগ	৬টি
১১.	ভাবসংগীত (লালনগীতি/মুর্শিদী/হাছন রাজার গান/ রাধারমণ দত্তের গান)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১২.	লোকসংগীত (যে কোনো অঞ্চলের আঞ্চলিক গান)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৩.	হামদ/ না'ত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৪.	উচ্চাঙ্গ সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৫.	তবলা	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৬.	দোতারা/সেতার/সরদ/বাঁশি/কী-বোর্ড/বেহালা গিটার (স্প্যানিস/হাওয়াইন অ্যাকুস্টিক গিটার)/(যে কোনো একটি)	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
			১৩৫টি

নৃত্য

ক্রম	বিষয়	সময়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
১৭.	মণিপুরী নৃত্য	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৮.	কথক নৃত্য	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
১৯.	ভরত নাট্যম	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২০.	সৃজনশীল নৃত্য (সাধারণ)	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
২১.	লোকনৃত্য	৫ মি.	ক+খ+গ বিভাগ	৯টি
				১৮০টি

২২. চিত্রাঙ্কন

বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
আমার দেখা বাংলাদেশ (জল রং/ প্যাস্টেল রং/ পোস্টার রং)	ক বিভাগ	৩টি
বাঙালির উৎসব (জল রং/ প্যাস্টেল রং/ পোস্টার রং)	খ বিভাগ	৩টি
উন্নয়নের বাংলাদেশ	গ বিভাগ	৩টি

কুটিরশিল্প/বিজ্ঞানযন্ত্র

ক্রম	বিষয়	বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
২৩.	কুটিরশিল্প বাঁশ-বেতের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি/মাটির কাজ	খ ও গ বিভাগ	৬টি
২৪.	বিজ্ঞানযন্ত্রের উদ্ভাবন বা বিজ্ঞান প্রজেক্ট	খ ও গ বিভাগ	৬টি
			মোট = ২০১টি

২. ক্রীড়া বিষয়ক

ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্মতারিখ ০১.০১.২০০৬ থেকে ৩১.১২.২০১৩-এর মধ্যে হতে হবে। তবে উচ্চতা ৪-১০´´-র অধিক হতে পারবে না। ছেলে ও মেয়ে-শিশুদের প্রতিযোগিতা পৃথক-পৃথকভাবে আয়োজন করা হবে।

সকল প্রতিযোগিতাই হবে একক, দলগত নয়। প্রতিযোগিতা চলাকালীন প্রতিযোগীর বয়সসীমা প্রমাণের জন্য জন্মনিবন্ধন সনদপত্র ও কোন শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে, তা প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে সনদপত্র আনতে হবে।

উপজেলা/থানা পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রতিযোগীর যে উচ্চতা থাকবে তা পরবর্তী জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হবে। যদি কোনো প্রতিযোগীর বয়স সম্পর্কে কোনো পর্যায়ের প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহলে মেডিকেল বোর্ড দ্বারা তার বয়স পরীক্ষা করা হবে এবং বয়স বেশি প্রমাণিত হলে তাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি সঠিক বয়স পরীক্ষার জন্য প্রতিটি পর্যায়ে কমপক্ষে দু'জন এমবিবিএস ডাক্তারের (সরকারি/ বেসরকারি) সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করে বয়স পরীক্ষার ব্যবস্থা নেবেন। এই মেডিকেল বোর্ডে কমপক্ষে একজন মহিলা ডাক্তার থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ

(প্রতিটি বিষয়ে অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩০ নং বিষয়সমূহে বালক ও বালিকার প্রতিযোগিতা পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে)

ক্রম	বিষয়	পুরস্কারের সংখ্যা
২৫.	দাবা	৬টি
২৬.	ব্যাডমিন্টন	৬টি
২৭.	১০০ মিটার দৌড়	৬টি
২৮.	উচ্চ লাফ	৬টি
২৯.	দীর্ঘ লম্ফ৬টি	
৩০.	১০০ মিটার মুক্ত সাঁতার	৬টি
		৩৬টি

সর্বমোট পুরস্কার = ২০১টি + ৩৬টি = ২৩৭টি

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় কোনো প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কুটিরশিল্প (বাঁশ-বেতের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি)/মাটির কাজ ও বিজ্ঞানযন্ত্র উদ্ভাবন প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা স্থলে সঙ্গে আনবে এবং বিচারকের সামনে তার নির্মাণশৈলী প্রদর্শন করতে হবে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শুধু কার্টিজ পেপার সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য বিষয়ের উপকরণ প্রতিযোগীদের সঙ্গে আনতে হবে।

৩. জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১-এর সময়সূচি

ক. থানা/উপজেলা পর্যায় – ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২২

খ. জেলা পর্যায় – ৩০ জানুয়ারি থেকে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

গ. বিভাগীয় পর্যায় – ০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

৪. জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণীর সময়সূচি শিশু একাডেমির জেলা শাখা কার্যালয়ে পত্রের মাধ্যমে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৫. প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মাবলি

সকল প্রতিযোগিতা প্রচলিত ও অনুমোদিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে।

৬. বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ের প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ের প্রতিযোগীদের বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। এটি একটি সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু গ্রন্থমালার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৭. উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার সময় পরিচালনা কমিটির অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ প্রতিযোগিতার কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না।

৮. থানা/উপজেলা পর্যায়ে কোনো বিষয়ে প্রতিযোগী একজন হলেও তাকে **অংশগ্রহণের সুযোগ** দিতে হবে।

৯. সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কোনো পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় কোনো বিষয়ে যুগ্মভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা যাবে না। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে যুগ্ম হলে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১০. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীর জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলি

ক. উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী শিশুরা জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী শিশুরা বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী শিশুরা চূড়ান্ত (জাতীয়) পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতার রিপোর্টিং-এর সময় প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিযোগীকে তার সকল পর্যায়ের প্রথম স্থান অধিকার করার মূল সার্টিফিকেট ও সত্যায়িত অনুলিপি (প্রতিটি এক কপি), ৬ (ছয়) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জন্মনিবন্ধনের সত্যায়িত সনদপত্র ও নিজ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে বয়স ও শ্রেণির প্রত্যয়নপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এবং সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। রিপোর্টিং-এর সময় প্রতিযোগী সশরীরে উপস্থিত না থাকলে তার রিপোর্টিং গ্রহণ করা হবে না।

খ) বিভাগীয় পর্যায়ে **১ম** স্থান অধিকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। এই তথ্য ফরমের সঙ্গে প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সকল তথ্যসহ সম্প্রতি তোলা ৬ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সত্যায়িত) সংযুক্ত থাকতে হবে।

গ) চূড়ান্ত পর্যায়ে **১ম** স্থান অধিকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত তথ্য ফরমে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সকল তথ্য, সম্প্রতি তোলা ৬ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করে যথাযথভাবে পূরণ শেষে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিয়ে একটি পরিচিতি কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। সেই কার্ড প্রতিযোগিতা চলাকালীন পরিচালনাকারীকে দেখিয়ে বিভাগীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং যাতায়াত ভাতা ও দৈনিক ভাতা উত্তোলনের সময়ও সংশ্লিষ্ট কার্ডটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হিসাব শাখায় প্রদর্শন করতে হবে।

ঘ) জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ফরমে কোনো প্রতিযোগীর তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে প্রতিযোগীর সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা ও ফলাফল বাতিল করা হবে এবং একাডেমি প্রদত্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে না।

প্রতি জেলায় দলনেতা/প্রতিনিধিকেও তথ্য ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে।

১১. প্রতিযোগিতার বিভাগ বিভাজন

বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ৬৪টি জেলাকে নিম্নবর্ণিত ৮টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে :

ক. **ঢাকা বিভাগ– ১৩**টি জেলা

১. ঢাকা	২. ফরিদপুর	৩. গোপালগঞ্জ
৪. রাজবাড়ী	৫. শরীয়তপুর	৬. মানিকগঞ্জ
৭. মুন্সিগঞ্জ	৮. নারায়ণগঞ্জ	৯. নরসিংদী
১০. গাজীপুর	১১. টাঙ্গাইল	১২. মাদারীপুর
১৩. কিশোরগঞ্জ		

খ. **ময়মনসিংহ বিভাগ–** ৪টি জেলা

১. ময়মনসিংহ	২. জামালপুর	৩. নেত্রকোনা
৪. শেরপুর		

গ. **সিলেট বিভাগ–** ৪টি জেলা

১. সিলেট	২. মৌলভীবাজার	৩. হবিগঞ্জ
৪. সুনামগঞ্জ		

ঘ. **চট্টগ্রাম বিভাগ– ১১**টি জেলা

১. চট্টগ্রাম	২. নোয়াখালী	৩. ফেনী
৪. রাঙামাটি	৫. খাগড়াছড়ি	৬. বান্দরবান
৭. কক্সবাজার	৮. লক্ষ্মীপুর	৯. চাঁদপুর
১০. কুমিল্লা	১১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	

ঙ. **বরিশাল বিভাগ–** ৬টি জেলা

১. বরিশাল	২. ঝালকাঠি	৩. ভোলা
৪. পটুয়াখালী	৫. পিরোজপুর	৬. বরগুনা

চ. **খুলনা বিভাগ–** ১০টি জেলা

১. যশোর	২. খুলনা	৩. ঝিনাইদহ
৪. চুয়াডাঙ্গা	৫. মাগুরা	৬. কুষ্টিয়া
৭. সাতক্ষীরা	৮. নড়াইল	৯. মেহেরপুর
১০. বাগেরহাট		

ছ. **রাজশাহী বিভাগ–** ৮টি জেলা

১. রাজশাহী	২. চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩. বগুড়া
৪. নাটোর	৫. পাবনা	৬. জয়পুরহাট
৭. নওগাঁ	৮. সিরাজগঞ্জ	

জ. **রংপুর বিভাগ–** ৮টি জেলা

১. রংপুর	২. কুড়িগ্রাম	৩. দিনাজপুর
৪. গাইবান্ধা	৫. পঞ্চগড়	৬. লালমনিরহাট
৭. নীলফামারী	৮. ঠাকুরগাঁও	

১২. উপজেলা/ থানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স প্রধান)	সদস্য
৩.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
৫.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপজেলা বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা	সদস্য/সদস্যা (২ জন)
৭.	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য
৮.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১০.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১১.	উপজেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

যে সকল উপজেলায় শিশু একাডেমির কার্যালয় নেই, সেই সকল উপজেলায় উপজেলা শিক্ষা অফিসার সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩. জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা শাখা পরিচালনা কমিটি প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবেন।

১৪. বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৫.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য
৭.	জেলা ক্রীড়া অফিসার	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক/ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

১৫. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিচালনা করবে।

১৬. দলনেতা

ক. বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিটি জেলার জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা দলনেতা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তবে কোনো কারণে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা দলনেতা হিসেবে উপস্থিত থাকতে না পারলে তিনি অন্য কাউকে দলনেতা হিসেবে মনোনীত করে পাঠাবেন।

খ. যে জেলা থেকে কোনো প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে না, সে জেলা থেকে কোনো দলনেতা বা জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় আসার প্রয়োজন হবে না। মনোনীত দলনেতাকে স্ব স্ব জেলার প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

১৭. শিশু ও দলনেতার যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা

ক. অংশগ্রহণকারী প্রতি শিশু ও দলনেতা যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা বাবদ নগদ মোট ১,২০০/- (এক হাজার দুই শত) টাকা জেলা কার্যালয় থেকে প্রাপ্য হবেন।

খ. দলনেতা শিশু একাডেমির কর্মকর্তা/ কর্মচারী হলে সরকারি বিধি অনুয়ায়ী ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা পাবেন। প্রতিযোগিতা পরিচালনার অর্থ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট জেলা শাখায় প্রেরণ করা হবে। প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সময় অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে। রিপোর্ট অনুযায়ী ভ্রমণভাতা প্রাপ্য হবেন।

১৮. জাতীয় পর্যায়ে যাতায়াত ভাড়া ও দৈনিক ভাতা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে নিম্নবর্ণিত নিয়মে প্রদান করা হবে :

ক. ট্রেন/বাস/লঞ্চের সুলভ শ্রেণির প্রকৃত ভাড়া প্রদান করা হবে।

খ. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দৈনিক ভাতা : কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতি শিশু ও দলনেতাকে প্রতিদিন ২৫০/- (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা হারে নির্ধারিত দিনের দৈনিক ভাতা হিসেবে প্রদান করা হবে।

গ. দলনেতা একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারী হলে সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা পাবেন।

১৯. থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ঢাকায় আগত শিশুদের মধ্যে যাদের ঢাকায় থাকার ব্যবস্থা নেই, শুধু তাদের জন্য শিশু একাডেমিতে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য, শিশুদের রাত্রি যাপনের স্থানে কেবলমাত্র ম্যাট ও খাবার পানি সরবরাহ করা হবে। প্রতিযোগীদের নিজ নিজ বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হবে এবং খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে।

২০. প্রতিযোগিতা চলাকালীন পালনীয় বিষয়াদি

ক. আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতে হবে। বই দেখে আবৃত্তি গ্রহণ করা হবে না (কবিতা সংযুক্ত)।

খ. অভিনয় করতে হবে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিয়ে। প্রতিযোগিতার সময় প্রতিযোগীকে অভিনয়ের বিষয় দেয়া হবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রতিযোগীকে ৫ (পাঁচ) মিনিট সময় দেয়া হবে।

গ. প্রতিযোগী যে সকল সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় পরিবেশন করবে তার বিষয়বস্তু আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির পরিপূরক হতে হবে এবং সৃজনশীল নৃত্য, লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে সংগীতটি অবশ্যই বাংলাদেশের শিল্পীর কণ্ঠে হতে হবে এবং দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। নৃত্য বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সিডি ও পেনড্রাইভ সঙ্গে আনতে হবে এবং রিপোর্টিং-এর সময় জমা দিতে হবে। নাচের সময়সীমা ৫ (পাঁচ) মিনিট।

ঘ. উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার সময় প্রতিযোগীদের বিষয়বস্তু জানানো হবে এবং চিন্তা-ভাবনার জন্য ৫ (পাঁচ) মিনিট সময় দেয়া হবে। এরপর প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সর্বোচ্চ ৩ মিনিট বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।

২১. পুরস্কার

১. জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার হবে নিম্নরূপ :

ক. থানা/উপজেলা	: সার্টিফিকেট
খ. জেলা পর্যায়	: সার্টিফিকেট ও বই
গ. বিভাগীয় পর্যায়	: সার্টিফিকেট ও বই
ঘ. চূড়ান্ত পর্যায়	: মেডেল ও সার্টিফিকেট

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে বই উপহার দেয়া হবে।

২. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকারীকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে। শীর্ষস্থান নির্ধারণী মান নিম্নরূপ :

১ম স্থান অধিকারীর প্রতিটি বিষয়ের মান–৩
২য় স্থান অধিকারীর প্রতিটি বিষয়ের মান–২
৩য় স্থান অধিকারীর প্রতিটি বিষয়ের মান–১

উল্লিখিত মানক্রম হিসেবে একই প্রতিযোগী ৩টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে শীর্ষস্থান অধিকার করলে তাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হবে। তবে তাকে অবশ্যই ২টি বিষয়ে প্রথম এবং অন্য একটির মানসহ সাকুল্যে ৭ থেকে ৯-এর মধ্যে মান অর্জন করতে হবে।

২২. সেরাদের সেরা

৩টি বিষয়ে ১ম স্থান অধিকারী শিশু পাবে সেরাদের সেরা পুরস্কার। পুরস্কার হিসেবে থাকবে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার বই, ট্রফি এবং সার্টিফিকেট।

২৩. অর্থ-বরাদ্দ

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় অফিস থেকে অর্থ-বরাদ্দ দেয়া হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় পরিচালনা কমিটি স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রতিযোগিতার অতিরিক্ত খরচ নির্বাহ করতে পারবে। উপজেলা/থানায় প্রেরিত অর্থের খরচের ভাউচার যথাসময়ে জেলা শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং সরকারি অডিট দল কর্তৃক অডিট করাতে হবে। এছাড়া খাত অনুযায়ী ব্যয় বিবরণী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাংলাদেশের শিশুদের অংশগ্রহণে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১ সফল করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সবাই আন্তরিক থাকবেন এই প্রত্যাশা রইল। তবে অবশ্যই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। প্রতিযোগী শিশুদের জন্য শুভ কামনা।

জ্যোতি লাল কুরী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।

আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা

ক বিভাগ

যদি আমি

শামসুর রাহমান

মামণিটার চোখ এড়িয়ে
গলির মোড়ের পুল পেরিয়ে
রোদের সাথে বুক মিলিয়ে
পাখনা-ভরা রং বিলিয়ে

এখান থেকে অনেক দূরে
যদি আমি যেতাম উড়ে
প্রজাপতির মতো,
কেমন মজা হ'ত?

পাড়ার সবাই গোল থামালে,
বাবা বইয়ে চোখ নামালে
চুপটি করে ঘোর আঁধারে
যেতাম যদি বন-বাদাড়ে

রাতটা হ'লে বেজায় কালো,
যদি আমি দিতাম আলো
জোনাকপোকার মতো,
কেমন মজা হ'ত?

রাত দুপুরে ঘুম পালালে,
তারার রানি দীপ জ্বালালে,
দরজা খুলে এক নিমেষে
যেতাম ছুটে দেশ-বিদেশে।

যেতাম যদি ঘোড়ায় চ'ড়ে
টগবগিয়ে তেপান্তরে
লাল কমলের মতো,
কেমন মজা হ'ত?

খ বিভাগ

সেই মুখ খানি কবিতার বড় ছিল

কামাল চৌধুরী

সেই মুখখানি স্বাধীনতা প্রিয় ছিল
সেই মুখখানি মিছিলে মানব হতো
উত্থিত হাতে স্লোগানে চলায় মিলে
সেই মুখখানি অগ্নির সাথি ছিল।

আমার কান্না বিষাদের কালো দিনে
সেই মুখখানি একা মহীরুহ ছিল
মারী ও মড়কে মানুষের তাণ্ডবে
সেই মুখখানি পৃথিবীর প্রেম ছিল।

তাঁর চলা ছিল পদ্মার জলস্রোত
হু-হু বেগে এসে ধুয়ে নিত সব গ্লানি
তাঁর বলা ছিল মেঘে বিদ্যুতে ডাক
স্লোগানে মিছিলে শব্দিত হয়ে থাকা
সেই মুখখানি আমাদের পিতা ছিল।
আমার স্বদেশে রক্তের ঘোলা জলে
তাঁর হাত দুটো উদ্যত রাইফেল
যুদ্ধে বারুদে শহিদের লাশ ছুঁয়ে
শিবিরে শিবিরে সকল রণাঙ্গনে
সেই মুখখানি স্বদেশের ছায়া ছিল।
সেই মুখখানি আঁকতে চেয়েছি কতো।

আঁকতে পারি না, আঁকতে পারি না হায়
এখানে আমার শব্দেরা সব কাঁদে
ব্যর্থতা নিয়ে জেগে থাকে সারারাত।

যুদ্ধে মিছিলে মৃত্যু বারুদে মাখা
সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল।

গ বিভাগ

আমার পরিচয়
সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আল্‌পথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে?

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির-বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে।
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারো ভুঁইয়ার থেকে
আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে।
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে।
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন্‌ ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১

তথ্য সংগ্রহ ছক

সাল : ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

প্রতিযোগিতার বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বালক	বালিকা	মন্তব্য (কোনো বিষয়ে প্রতিযোগিতা না হলে তার কারণ ও মন্তব্য)
১.				
২.				
৩.				
৪.				

উপজেলা :

জেলা :

বিভাগ :

স্বাক্ষর

প্রতিযোগিতা শেষে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী বালক-বালিকার সংখ্যা পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক ছক পূরণ করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বরাবরে পাঠাতে হবে।

বি. দ্র. জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১-এর নিয়মাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ, যোগাযোগ +৮৮০২২২৩৩৮৯০৬১